অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন, ১৯৫৭

সূচিপত্র

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন

২। সংজ্ঞা

৩। আদেশ প্রদানের ক্ষমতা, ইত্যাদি

৪। [বিলুপ্ত]

৪ক। সরকার কর্তৃক ক্ষমতা অর্পণ

৫। অন্যান্য আইনের সহিত অসাঞ্জস্যপূর্ণ হইলে আদেশের ফলাফল

৬। শাস্তি

৭। চেষ্টা ও সহায়তা

৮। কর্পোরেশন কর্তৃক অপরাধ সংঘটন

৯। মিথ্যা বিবৃতি

১০। অপরাধের আমলযোগ্যতা

১১। সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে অপরাধ বিচারের ক্ষমতা

১২। অর্থদন্ড সম্পর্কে বিশেষ বিধান

১৩। আদেশ সম্পর্কে অনুমান

১৪। কতিপয় ক্ষেত্রে প্রমাণের ভার

১৫। এই আইনের অধীন কৃত কার্য রক্ষণ

১৬। [বিলুপ্ত]

তপসিল

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন, ১৯৫৭

১৯৫৭ সনের ৩ নং আইন

[৬ই মার্চ, ১৯৫৭]

[১][বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে] কতিপয় পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবসা ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু [২][বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে] কতিপয় পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবসা ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকল্পে বিধান করা সমীচীন;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।-** (১) এই আইন অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন, ১৯৫৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র [৩][বাংলাদেশ] এ প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।-** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

[৪][***]

(ক) **"অত্যাবশ্যকীয় পণ্য"** অর্থ এই আইনের তফসিলে উল্লিখিত যে কোনো শ্রেণির পণ্য, এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, [৫][সরকার] কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এইরূপে ঘোষিত অন্যান্য শ্রেণির পণ্য;

(খ) "**প্রজ্ঞাপিত আদেশ**" অর্থ সরকারি গেজেটে প্রকাশিত কোনো আদেশ।

৩। **আদেশ প্রদানের ক্ষমতা, ইত্যাদি।-** [৬][(১) সরকারের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কোনো অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সমবণ্টন এবং ন্যায্য মূল্যে উহার প্রাপ্তি বা রপ্তানি উন্নয়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজনীয় ও সমীচীন, তাহা হইলে, প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কোনো অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন, স্থানান্তর, পরিবহণ ও বিক্রয় এবং লেনদেনের যে কোনো পর্যায়ে উহার মূল্য নির্ধারণ বা উহার জন্য কী পরিমাণ মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে উহা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধান করিতে পারিবে।]

---

১ "প্রদেশের মধ্যে" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কতিপয় পণ্যের" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ "প্রদেশের মধ্যে এবং কোনো প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ "পাকিস্তান" শব্দের পরিবর্তে "বাংলাদেশ" শব্দ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ দফা (ক১) বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বিলুপ্ত।

৫ "উপযুক্ত সরকার" শব্দগুলির পরিবর্তে "সরকার" শব্দ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৬ উপ-ধারা (১) বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(২) উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, উহার অধীন প্রণীত আদেশ দ্বারা নিম্নবর্ণিত বিধান করা যাইবে-

(ক) কোনো অঞ্চলে কোনো অত্যাবশ্যকীয় পণ্য যে মূল্যে ক্রয় বা বিক্রয় করা যাইবে উহা নিয়ন্ত্রণের জন্য ;

[১][(কক) রপ্তানির উদ্দেশ্যে কোনো অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ক্রয়ের জন্য;

(ককক) উক্তরূপ ক্রয়ের উদ্দেশ্যে [২][বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে] কোনো অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বিক্রয়, বন্দোবস্ত, পরিবহণ এবং স্থানান্তর নিয়ন্ত্রণ, বিধি-নিষেধ আরোপ বা নিষিদ্ধ করিবার জন্য;]

(খ) লাইসেন্স, পারমিট বা অন্য কোনোভাবে [৩][বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে] কোনো অত্যাবশ্যকীয় পণ্য পরিবহণ, স্থানান্তর ও বিতরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য;

(গ) [৪][বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে] সাধারণত বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষিত অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বিক্রয় বন্ধ নিষিদ্ধ করিবার জন্য;

(ঘ) কোনো মজুদকারীকে মজুদের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ আদেশে উল্লিখিত অবস্থাধীনে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণির নিকট আদেশ দ্বারা নির্ধারিত মূল্যে [৫][কোনো অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বাংলাদেশের এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে বিক্রয়ের জন্য];

(ঙ) উপরি-উক্ত কোনো বিষয় নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধের নিমিত্ত কোনো তথ্য বা পরিসংখ্যান সংগ্রহের জন্য;

(চ) অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সংশ্লিষ্ট উপরি-উক্ত যে কোনো বিষয়ে নিয়োজিত ব্যক্তিগণকে তাহাদের ব্যবসা সংক্রান্ত বহি, হিসাব ও রেকর্ড সংরক্ষণ করিবার এবং পরিদর্শনের জন্য উপস্থাপন করিবার এবং আদেশে উল্লিখিত তৎসম্পর্কিত উক্তরূপ তথ্য প্রদান করিবার জন্য;

(ছ) আনুষঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় বিধানসহ, বিশেষ করিয়া, কোনো প্রাঙ্গন, স্থলযান, জলযান ও আকাশযানে প্রবেশ ও তল্লাশি করা, তল্লাশির ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক কোনো পণ্য আটক করিবার যাহা সম্পর্কে এইরূপ ব্যক্তির বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে কোনো আদেশ লঙ্ঘিত হইয়াছে বা হইতেছে বা হইবে, লাইসেন্স, পারমিট বা অন্যান্য দলিল মঞ্জুর বা ইস্যু এবং তজ্জন্য ফি নির্ধারণের জন্য।

৪। [**ক্ষমতা অর্পণ**।— *বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তপসিল দ্বারা বিলুপ্ত।]*

---

১ দফা (কক) ও (ককক) বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা সংযোজিত।

২ "কোনো প্রদেশ বা কোনো প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ "প্রদেশের মধ্যে এবং কোনো প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ "প্রদেশের মধ্যে এবং কোনো প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৫ "কোনো অত্যাবশ্যকীয় পণ্য এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে বা একই প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে" শব্দগুলির পরিবর্তে "কোনো অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বাংলাদেশের এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে বিক্রয়ের জন্য" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১][৪ক। [২]**[সরকার] কর্তৃক ক্ষমতা অর্পণ।-** [৩][সরকার], সরকারি গেজেটে আদেশ দ্বারা, ধারা ৩ এর কোনো ক্ষমতা, আদেশে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে, উহার কোনো কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।]

৫। **অন্যান্য আইনের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইলে আদেশের ফলাফল।-** এই আইন ব্যতীত অন্য কোনো আইন বা আইনবলে প্রণীত কোনো দলিলে অসামঞ্জস্যপূর্ণ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৩ এর অধীন প্রণীত কোনো আদেশ বলবৎ থাকিবে।

৬। **শাস্তি।-** (১) যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৩ এর অধীন প্রণীত কোনো আদেশ লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক তিন বৎসরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, এবং যদি আদেশে বিধান বিধৃত করা হয় যে, যে আদালতে উক্তরূপ লঙ্ঘনের বিচার করা হয় সেই আদালত সন্তুষ্ট হইলে যে সম্পত্তি সম্পর্কে লঙ্ঘন কার্য সংঘটিত হইয়াছে সেই সম্পত্তি [৪][সরকার] এর অনুকূলে বাজেয়াপ্তির নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে উক্তরূপ লঙ্ঘন খাদ্যশস্য সংক্রান্ত কোনো আদেশ সম্পর্কিত হয় যাহাতে এতদুদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট বিধান থাকে, সেইক্ষেত্রে আদালত উক্ত নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, যদি না আদালত লিখিতভাবে যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক মতামত প্রদান করে যে, সম্পূর্ণ সম্পত্তি বা, ক্ষেত্রমত, উহার অংশবিশেষ সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করা সমীচীন হইবে না।

(২) ধারা ৩ এর অধীন আদেশ লঙ্ঘন সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি পরিবহণকারী কোনো জলযান, যান বা প্রাণির মালিক উক্তরূপ লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি এইরূপ পরিবহণ উক্তরূপ লঙ্ঘন সংশ্লিষ্ট কোনো লেনদেনের অংশ হয় এবং যদি তিনি এইরূপ লঙ্ঘন সম্পর্কে জানিতেন বা তাহার বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল, এবং যেক্ষেত্রে আদেশ লঙ্ঘনের জন্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির নির্দেশ প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন শাস্তির অতিরিক্ত উক্ত জলযান, যান বা প্রাণি, [৫][সরকার] এর অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

৭। **চেষ্টা ও সহায়তা।-** কোনো ব্যক্তি ধারা ৩ এর অধীন প্রণীত আদেশ লঙ্ঘনের চেষ্টা করিলে, বা সহায়তা করিলে, আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। **কর্পোরেশন কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।-** ধারা ৩ এর অধীন প্রণীত আদেশ লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানি বা অন্যান্য সংস্থা হয়, তাহা হইলে, উহার প্রত্যেক পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্যান্য কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি উক্তরূপ লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে উক্তরূপ লঙ্ঘন তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা তিনি উক্তরূপ লঙ্ঘন প্রতিরোধের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

৯। **মিথ্যা বিবৃতি।-** যদি কোনো ব্যক্তি-

(ক) ধারা ৩ এর অধীন প্রণীত আদেশ দ্বারা কোনো বিবৃতি বা তথ্য প্রদানের জন্য তলব করিবার পর এমন বিবৃতি বা তথ্য প্রদান করেন যাহার অধিকাংশই মিথ্যা বা তিনি উহাকে মিথ্যা বলিয়া জানেন বা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে, অথবা তিনি উহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করেন, অথবা

---

১ ধারা ৪ক কেন্দ্রীয় আইন অভিযোজন আদেশ, ১৯৬৪ (১৯৬৪ সনের ১নং আদেশ) এর ২ ধারা এবং তপশিল দ্বারা সংযোজিত।

২ "প্রদেশিক সরকার" শব্দগুলির পরিবর্তে "সরকার" শব্দ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ "প্রদেশিক সরকার" শব্দগুলির পরিবর্তে "সরকার" শব্দ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ "উপযুক্ত সরকার" শব্দগুলির পরিবর্তে "সরকার" শব্দ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৫ "উপযুক্ত সরকার" শব্দগুলির পরিবর্তে "সরকার" শব্দ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(খ) কোনো বহি, হিসাব, রেকর্ড, ঘোষণা, রিটার্ন বা অন্যান্য দলিলে উক্তরূপ বিবৃতি প্রদান করেন যাহা উক্তরূপ আদেশ দ্বারা সংরক্ষণ বা সরবরাহ করিবার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়;

তাহা হইলে তিনি অনধিক তিন বৎসর কারাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

১০। **অপরাধের আমলযোগ্যতা।-** [১][***] এই আইনের অধীন দন্ডনীয় কোনো অপরাধ সংঘটন সম্পর্কে দন্ডবিধির ধারা ২১ এ সংজ্ঞায়িত সরকারি কর্মচারীর লিখিত প্রতিবেদন ব্যতিরেকে কোনো আদালত কোনো অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

১১। **সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে অপরাধ বিচারের ক্ষমতা।-** ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ২৬০ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে অপরাধের বিচারের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ম্যাজিস্ট্রেট বা ম্যাজিস্ট্রেটের বেঞ্চ, এতদুদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে, উক্ত কার্যবিধির ধারা ২৬২ হইতে ধারা ২৬৫ অনুসারে এই আইনের অধীন কোনো দন্ডনীয় অপরাধ বিচার করিতে পারিবে।

১২। **অর্থদন্ড সম্পর্কে বিশেষ বিধান।-** ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ৩২ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, [২][সরকার] কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট ধারা ৩ এর অধীন প্রণীত আদেশ লঙ্ঘনের দায়ে দোষী ব্যক্তিকে এক হাজার [৩][টাকা] এর অধিক অর্থদন্ড প্রদান করিলে উহা আইনসঙ্গত হইবে।

১৩। **আদেশ সম্পর্কে অনুমান।-** (১) এই আইন দ্বারা বা উহার অধীন প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জারীকৃত কোনো আদেশ সম্পর্কে কোনো আদালতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(২) যেক্ষেত্রে এই আইন দ্বারা বা উহার অধীন প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কোনো আদেশ প্রদান করা হয় এবং কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়, সেইক্ষেত্রে আদালত সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর সংজ্ঞার্থে উক্ত আদেশ উক্তরূপ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিবে।

১৪। **কতিপয় ক্ষেত্রে প্রমাণের ভার।—** যেক্ষেত্রে ধারা ৩ এর অধীন প্রণীত আদেশ লঙ্ঘনের জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় যাহা তাহাকে কোনো কাজ করা হইতে বিরত থাকিতে বলে বা আইনগত কর্তৃত্ব ব্যতীত বা পারমিট, লাইসেন্স বা অন্যান্য দলিল ব্যতীত কোনো কিছু দখলে রাখা হইতে বিরত রাখা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ কর্তৃত্ব, পারমিট, লাইসেন্স বা অন্যান্য দলিল তাহার রহিয়াছে উহা প্রমাণের ভার তাহার উপর বর্তাইবে।

১৫। **এই আইনের অধীন কৃত কার্য রক্ষণ।-** (১) ধারা ৩ এর অধীন প্রণীত আদেশ অনুসারে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কাজ বা কাজ করিবার অভিপ্রায়ের ফলে তাহার বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা, বা অন্যান্য আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

(২) ধারা ৩ এর অধীন প্রণীত আদেশ অনুসারে সরকার কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কৃত কাজ বা কাজ করিবার অভিপ্রায়ের ফলে কোনো বাক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য উহার বিরুদ্ধে কোনো মামলা, মোকদ্দমা বা অন্যান্য আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

১৬। *[**রহিতকরণ**।— রহিতকরণ ও সংশোধন অধ্যাদেশ, ১৯৬৫ (১৯৬৫ সনের ১০নং অধ্যাদেশ) এর ২ ধারা এবং প্রথম তপসিল দ্বারা বিলুপ্ত।]*

---

১ "পাকিস্তান" শব্দ বাংলাদেশ (বিদ্যমান আইন অভিযোজন) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের ৪৮নং রাষ্ট্রপতির আদেশ) এর ৩ অনুচ্ছেদ দ্বারা বিলুপ্ত।

২ "প্রদেশিক সরকার" শব্দগুলির পরিবর্তে "সরকার" শব্দ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তপসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ "রূপি" শব্দের পরিবর্তে "টাকা" শব্দ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তপসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

তফসিল

[ধারা ২ দ্রষ্টব্য]

(১) ভোজ্য তৈলবীজসহ খাদ্যপণ্য এবং তৈল ।

(২) নিউজপ্রিন্টসহ কাগজ, ছবির কাগজ, পেপার বোর্ড, সজ্জা বোর্ড, দেয়াল বোর্ড, তন্তু বোর্ড, খড় বোর্ড, বক্স বোর্ড, সেলুলাজ ওয়েডিং, সেলুলাজ সিনেমা এবং অনুরূপ অন্যান্য বস্তু যাহা সম্পূর্ণভাবে বা প্রধাণত উদ্ভিজ তন্তু বা পাল্প অথবা এইরূপ তন্তু ও পাল্প উভয় হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু ঐরূপ বস্তু ইহাতে অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(৩) পেট্রোলিয়াম এবং পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য।

(৪) সম্পূর্ণরূপে বন্ধ অবস্থার যানসহ যন্ত্রচালিত যান, উহাদের খুচরা যন্ত্রাংশ, এবং উহাদের টায়ার ও টিউব।

(৫) কয়লা।

(৬) লোহা ও ইস্পাত।

(৭) ড্রাগ ও ঔষধ, ইনজেকশন দ্বারা যাহা প্রয়োগ করা হয় উহাসহ।

(৮) গ্যাসসহ রাসায়নিক ।

(৯) বৈদ্যুতিক ও বেতার সামগ্রি এবং তার ও কেবলসহ উপকরণ।

(১০) কাঁচ প্লেট ও কাঁচ শিট।

(১১) কৃত্রিম রেশম সুতা।

(১২) সাইকেল এবং উহাদের খুচরা যন্ত্রাংশ।

(১৩) কাঠ।

(১৪) স্যানিটারি ও পানি সরবরাহের সরঞ্জামাদি জিনিসপত্র।

(১৫) শিশু ও রোগী খাদ্য এবং সম্পৃক্ত পণ্য।

(১৬) সিমেন্ট।

(১৭) সিগারেট।

(১৮) মাখন।

(১৯) বন্দুক ও রাইফেলের কার্তুজসহ গোলা-বারুদ।

(২০) ৩৫ মি.লি. (সিনে) ফিল্মের কাঁচামাল।

(২১) টর্চ সেল।

(২২) সুতি কাপড় ও সুতা।

(২৩) রাসায়নিক সার।

(২৪) চকচকে টাইলস্।

(২৫) আর্ট রেশমি সুতা।

(২৬) পশমি সুতা ও পশমি সুতার কাপড় এবং সকল ধরনের সুতা।

(২৭) চিনি।

(২৮) চা।

(২৯) সেভিং ব্লেড।

(৩০) বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের পাঠ্য বই।

(৩১) প্লাস্টিক কম্পাউন্ড ও প্লাস্টিক শিট।

(৩২) সেলাই মেশিন ও উহাদের খুচরা যন্ত্রাংশ।

(৩৩) দপ্তরসমূহে ব্যবহৃত টাইপরাইটার, কম্পিউটার এবং অনুরূপ যান্ত্রিক উপকরণ এবং উহাদের খুচরা যন্ত্রাংশ।

(৩৪) বি-টুয়েল ও বি-টুয়েল চটের বস্তা গানি ব্যাগ।